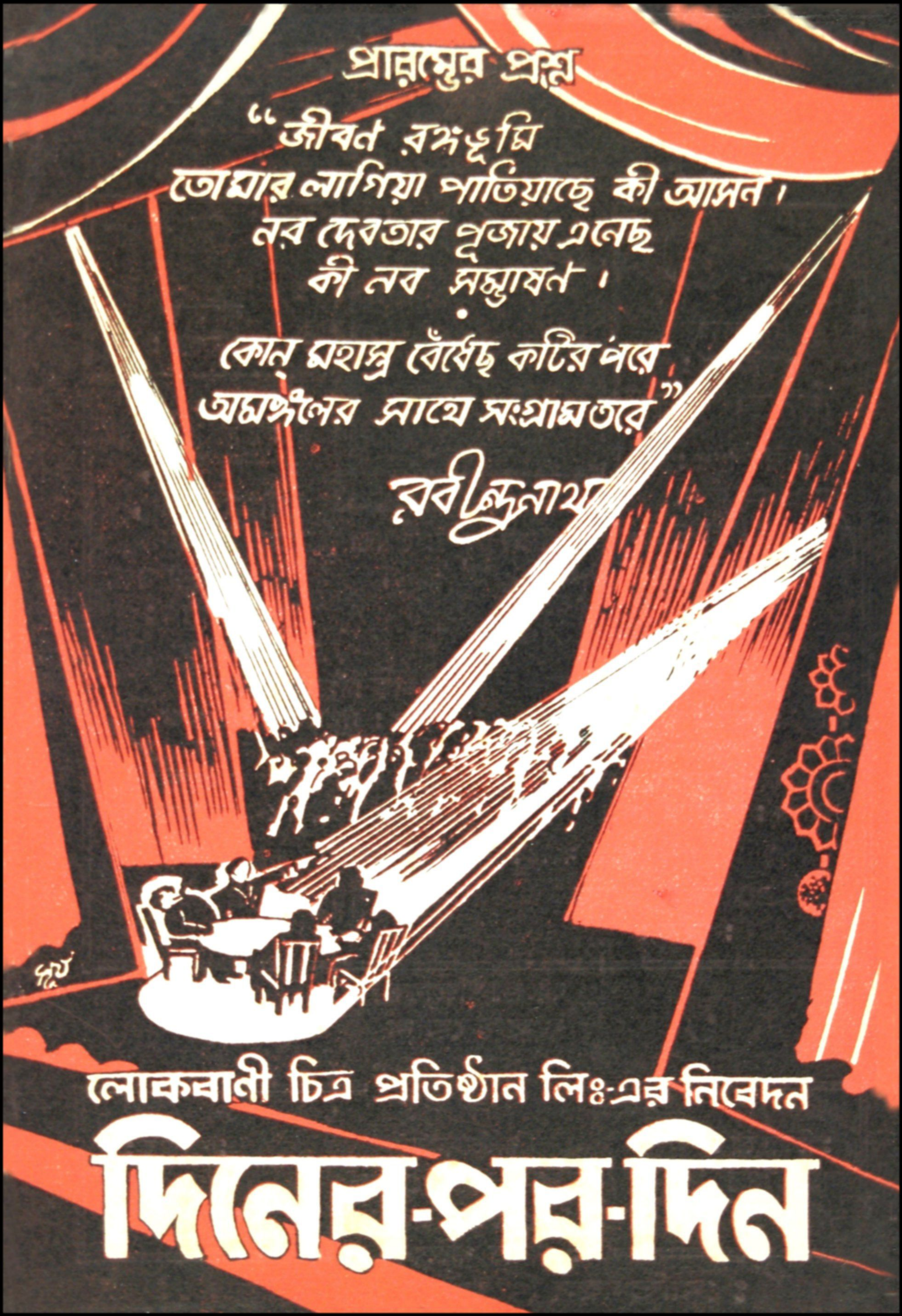
প্রারম্ভের প্রশ্ন
"জীবন রঙ্গভূমি
তোমার লাগিয়া পাতিয়াছে কী আসন।
নর দেবতার পূজায় এনেছ
কী নব সম্ভাষণ।
কোন্ মহাস্ত্র বেঁধেছ কটির 'পরে
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রামতরে"
রবীন্দ্রনাথ
লোকবাণী চিত্র প্রতিষ্ঠান লিঃ-এর নিবেদন
দিনের-পর-দিন

লোকবাণী চিত্র প্রতিষ্ঠানের

দিনের পর দিন

কাহিনী ও পরিচালনা

জ্যোতির্ম্ময় রায়

শিল্পীবৃন্দ

নায়িকার
ঃ ভূমিকায় ঃ
বিনতা রায়
ঃ বিশিষ্টাংশে ঃ
নিবেদিতা দাস,
সাধনা রায়চৌধুরী
অপর্ণা দেবী
প্রভৃতি

শিল্পীবৃন্দ

নায়কের
ঃ ভূমিকায় ঃ
বিকাশ রায়
ঃ বিশিষ্টাংশে ঃ
সন্তোষ সিংহ,
গৌতম মুখোঃ,
জ্যোতি সেন,
হিরণ্ময় সেনগুপ্ত,
বলীন সোম ঃ

বিভিন্ন বিভাগের

কর্ম্মীবৃন্দ

আলোকচিত্রী ঃ সুহৃদ ঘোষ
স্বরশিল্পী ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
শব্দযন্ত্রী ঃ মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক
শিল্প-নির্দ্দেশক ঃ সুনীল সরকার
ব্যবস্থাপক ঃ অজিত মিত্র

গীতকার ঃ দিনেশ দাস
ভাস্কর ঃ প্রদোষ দাশগুপ্ত
রসায়নিক ঃ শৈলেন ঘোষাল
সম্পাদক ঃ বৈদ্যনাথ বন্দ্যোঃ
স্থির-চিত্রী ঃ ষ্টীল ফোটো সার্ভিস

আবহ সঙ্গীত ঃ সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

ইন্দ্রলোক ষ্টুডিওতে
ঃ গৃহীত ঃ

ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটরীতে
পরিস্ফুট

সহযোগী পরিচালক
সুহৃদ ঘোষ

সহকারীবৃন্দ

ঃ চিত্রশিল্পে ঃ
অজয় মিত্র
শান্তি গুহ

পরিচালনায়
বিনু বর্ধন, বলীন সোম
দেবপ্রিয় ঘোষ, দিনেশ দাস

ঃ শব্দযন্ত্রে ঃ
জগৎ দাস
রামপদ পাল

ঃ একমাত্র পরিবেশক ঃ
ঃ মোতিমহল থিয়েটার্স লিমিটেড ঃ

পতাকা উঁচিয়ে তোলে কারা
আর তা ওড়ায় কে ?

—দিনের পর দিন

'দিনের পর দিন'-এর নায়িকা
বিনতা রায়

কাহিনীর বক্তব্য

জাতির জীবন-রংগমঞ্চে বিত্তের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত মোটেই আর মধ্যস্থান অধিকার করে নেই—তবু সেই হলো সমাজের মধ্যমণি—চিন্তার মেরুদণ্ড।

অর্থনৈতিক বানচালে এই মধ্যবিত্ত জনসাধারনের দৈনন্দিন জীবন আজ প্রতি মুহূর্তে নিষ্পেষিত—নানা লজ্জাকর লাঞ্ছনা আর হাস্যকর অসংগতি দিনের পর দিন করছে তাকে বিপর্য্যস্ত। সম্বলহীন শ্রমিকের চেয়েও আজ সে অসহায়। সামনে তার অর্থপূর্ণ জীবন কিন্তু নেই তা ধারন করবার মত অর্থকরী জীবিকা। হাতে নেই ধর্মঘটের উদ্যত অস্ত্র, আছে অবনত মস্তকে ব্যক্তিগত গোপন আবেদন। তার ওপর অভাবের চেয়েও তীব্র পরিহাস তাকে সইতে হয় অভাব গোপনের আপ্রান প্রয়াসে।

মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত এই সমস্যা-সংকুলতার বাস্তব রূপ খানিকটাও যদি দিতে পেরে থাকি এই চিত্র-কাহিনীতে, তবেই সার্থক মনে করবো।

জ্যোতির্ম্ময় রায়

জীবন-রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা পদ্ধতিও কতই না হাস্যকর।

—দিনের পর দিন—

অজিনের ভূমিকায়
—বিকাশ রায়—

অজিন : শুধু বিদ্যাই নেই, আছে পাণ্ডিত্য। পরাধীন ভারতে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করেছে দেশকে ভালবাসার অপরাধে—স্বাধীন ভারতে সেই সম্বল নিয়েই তার যাত্রা শুরু। মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত চিরন্তন দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত—পূর্বপুরুষ 'দোরে বাঁধতো হাতী' সেই ঐতিহাসিক গর্ব বা লাখপতি হবার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ, এ-দুয়ের কোনো দম্ভ নিয়েই সাধারণের মধ্যে নিজেকে অসাধারণ প্রমাণ করবার চলতি প্রয়াস নেই। জীবন-সংগ্রামে পর্যুদস্ত হয়েও সত্যভাষণে শঙ্কাহীন।

মধ্যবিত্তের সামনে থাকে অর্থপূর্ণ জীবন,
কিন্তু থাকে না তা ধারণ করার মতো অর্থকরী জীবিকা।

—দিনের পর দিন—

সমতার
* ভূমিকায় বিনতা রায় *

সমতা : সত্যিকারের শিক্ষায় দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন দেখতে পেয়েছে মধ্যবিত্ত জীবনের অসংগতি কোথায়; শুধু দেখেই নি,—আছে তা'কে জয় করবার মত চরিত্র,—আছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস।

জ্যোতির্ময় রায়ের 'দিনের পর দিন' পুস্তকাকারে বেরিয়েছে।

'দিনের পর দিন'-এ বিশিষ্ট চরিত্রের মধ্যে আর আছে ঃ

নিধিরঞ্জনের মত ব্যক্তি যারা সমাজের মুখের ওপরে প্রমাণ করে, অপকৌশল এবং অপজাত চরিত্র নিয়েও কত বড় সম্মানের অধিকারী হওয়া যায় ✳ আছে সমতার দিদি রিতা—মূলত ভালো হয়েও বাহিক চটকে সাময়িক দৃষ্টি যার আচ্ছন্ন ✳ আছেন রিতা-সমতার বাবা প্রশান্ত বাবু—নির্বিরোধ ভালো মানুষ ✳ আছে শিবশঙ্করের মত খাঁটি মানুষ, যে নিজের স্বার্থ বিপন্ন জেনেও অনাগত মঙ্গলকে জানায় আমন্ত্রণ।

অজ্ঞতার ধর্ম্মই হলো বিজ্ঞতাকে বাগে পেলে পীড়ন করা।

'দিনের পর দিন'

●

'দিনের পর দিন'-এর একটি বিশেষ দৃশ্যে নিবেদিতা দাশ, সন্তোষ সিংহ, হিরন্ময় সেনগুপ্ত

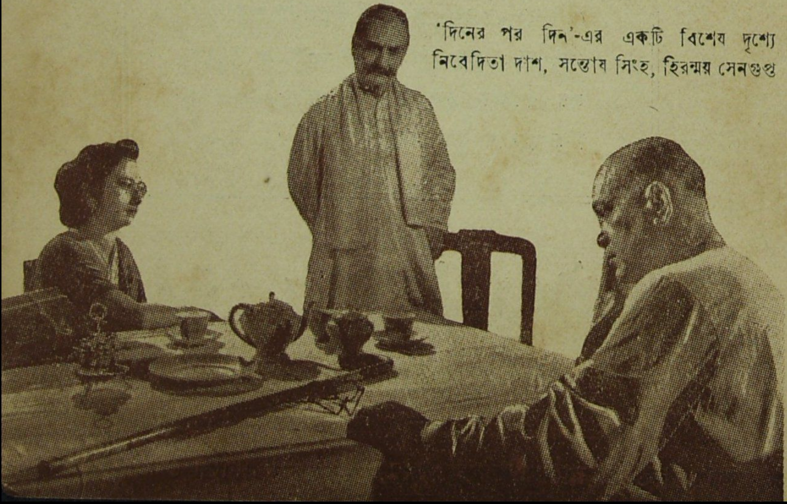

সঙ্গীত

এ-কথা কি কোনোদিন জানতে!
জীবনেরে পেয়ে যাব সহসা অজান্তে।
ছলোছল ছলোছল
প্রাণ-স্রোত চঞ্চল
বহে যায় অবিরল একাকী একান্তে।

জীবনের খেয়া বেয়ে আমি তো এলাম,
পৃথিবীর ঘাটে-ঘাটে রাখিনু প্রণাম।
এ-মাটির কাছাকাছি
তুমি আছ আমি আছি
তবু কেন খুঁজে ফিরি আজও ধরাপ্রান্তে॥

[গেয়েছেন নিবেদিতা দাস]

গোপন চরণে চুপে চুপে
এলে বেদনার রূপে।
বেদনা আমার গানেতে মেশা
এ কি এ-মায়া এ কি এ-নেশা
ভুবনে ঘনাল মেঘ ব্যথার ধূপে।
মেঘের মেদুর করুণ ছায়ে
বিরহ আমার গিয়াছে ছড়ায়ে
আজ অরূপ দিল গো ধরা একি অপরূপে॥

★

আকাশ-বাতাস কেমন ক'রে জানল!
কাহার গলে দিলেম তুলে আমার বরমাল্য।
যে গান ছিল সঙ্গোপনে
ফল্গুধারার আলিম্পনে,
পল্লবিত তৃণের 'পরে কে আজ তারে আনল!
পাহাড়তলীর ঝর্ণা ছিল ঝিরঝিরিয়ে,
সহসা কোন্ শ্রাবণ-মেঘের উত্তরীয়ে
জড়িয়ে গেল ছড়িয়ে গেল কূল ছাপিয়ে।
রক্তে আমার ঢল্ নামিল
ভাসিয়ে নিল ভাসিয়ে নিল
পাহাড়-প্রাচীন প্রাণের যত সঞ্চিত নির্মাল্য।

[এই গান দুটি গীত হয়েছে বিনতা রায়ের কণ্ঠে]

★

[বিনতা রায়ের আবৃত্তিটি দিনেশ দাশের 'ভূখ মিছিল' কাব্য-গ্রন্থ থেকে গৃহীত]

পরিশেষের প্রতিশ্রুতি

"মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, ব'লে যাব—এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের ;
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়॥"

—রবীন্দ্রনাথ—

লোকবাণী চিত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আপার সার্কুলার রোড থেকে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

দুই আনা